সংবাদ

তারিখ ... 18 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... ৬ কলাম ... ১ .....

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণরা

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএড-এমএডে ভর্তি হতে পারবে না

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে বিএড ও এমএড (প্রফেশনাল) কোর্সে ভর্তিতে নজিরবিহীন শর্ত জুড়ে দিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। উদ্ভট শর্তানুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএড ও এমএড কোর্সে ভর্তি হতে হলে শিক্ষার্থীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) থেকে তিন বছর মেয়াদি স্নাতক (পাস) অথবা চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। অর্থাৎ অন্য কোন পাবলিক বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারীরা জাবির অধীনে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে (টিটিসি) বিএড ও এমএড কোর্সে ভর্তি হতে পারবে না। তবে যারা চাকরিরত আছেন তাদের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হবে না বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

জাবির এই সিদ্ধান্তকে 'তুঘলকি কাণ্ড' আখ্যায়িত করে অবিলম্বে তা বাতিলের দাবি জানিয়েছেন অন্যান্য পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীরা। সম্প্রতি জাবি কর্তৃপক্ষ বিএড ও এমএড কোর্সে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, যা এখন চলমান রয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশে ১৪টি সরকারি টিটিসি এবং ৭০টির মতো বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

ভর্তি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

## ভর্তি : হতে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

রয়েছে। বেসরকারি টিটিসি বা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের ৩৮টিকে ২০১০ সালে কালো তালিকাভুক্ত করেছিল জাবি কর্তৃপক্ষ। এছাড়া কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও বিএড (ব্যাচেলর অফ অ্যাডুকেশন) ও এমএড (মাস্টার অফ অ্যাডুকেশন) কোর্স রয়েছে।

নতুন শর্তানুযায়ী শিক্ষার্থীরা কালো তালিকাভুক্ত টিটিসিতে ভর্তি হতে পারবে, কিন্তু জাবি ছাড়া অন্য কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএড ও এমএড কোর্সে ভর্তি হতে পারবে না।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া প্রথম শর্ত হলো- ভর্তিচ্ছুকদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে'। এই শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা কয়েক লাখ স্নাতক ডিগ্রিধারী জাবি থেকে এমএড করার অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে। আবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসংখ্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ব্যক্তি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিভিন্ন স্কুলে চাকরি করছেন।